রচনাকাল : ১৩৫৯-১৩৬১

প্রথম সংস্করণ
মাঘ ১৩৬১

প্রকাশক
ধীরেন্দ্র নাথ রায়
কৃত্তিবাস প্রকাশনী
২বি বৃন্দাবন পাল লেন
কলকাতা ৩

প্রচ্ছদপট
সমীর সরকার

মুদ্রক
শ্যামসুন্দর দাশ
সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭ বসন্ত বসু রোড
কলকাতা ২৬

ব্লক
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট
কলকাতা ১২

বাঁধিয়েছেন
প্রিণ্টার্স' এণ্ড বাইণ্ডার্স' সিণ্ডিকেট
৩৫বি হালদার পাড়া রোড

সূচীপত্র

সীমা-সুদূর

আমি কেবল তাকে হারাই, সে যে সুদূর
সে যে গহন, আমি তাকে খুঁজে না পাই,
আমি যে তার বেদনারই হারানো সুর,
আমি তাকে পেয়ে হারাই, পেয়ে হারাই !

আমি তাকে খুঁজেছিলেম নীলাকাশে,
আমি শুধুই দেখেছি ঝড় নেমে আসে
কী বেদনায় ছায়া-করুণ ঘাসে-ঘাসে,—
আমি তাকে খুঁজেছিলেম এ-আকাশে !

আসেনি সে, এ-আকাশে আসেনি যে,
রামধনুর সকল রঙ বৃথা হলো,
এলো না সে, শিশিরে-অশ্রুতে ভিজে
এ-মন চুপ, হৃদয় ম্লান ছলোছলো !

আমি তাকে খুঁজে না পাই, মনের কোন্
গহনে তার নামে ঘন হয়ে ছায়া,
আমি ব্যাকুল, বাড়াই যেই হৃদয়-মন—
তাকে হারাই, হারায় তার সব কায়া !

সে যে সুদূর, অমর্ত্যের সীমা-সুদূর,
ধরা-ছোঁয়ার উর্ধ্বে কোন্ অসীম সুর
তাকে আমার কাছে আনে, হৃদয়ে পাই !
আমি তাকে পেয়ে হারাই, পেয়ে হারাই !!

অপ্রাপণীয়া

এই ঝরাপাতাদের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
বিস্মৃতি কুয়াশা ঢাকা সুদূর অতীতে
ফিরে যেতে চাও তুমি ? নাকি প্রেম দিয়ে
ফিরিয়ে আনতে চাও সে-মেয়েকে একান্ত কাছেই,
সামান্য ছোঁয়াতে যার মৃতদিন হয়
স্বর্ণিল স্বপ্নিল, আর রাত্রির বিলয়ে
সূর্যের কামনা ঘুরে ফেরে বারবার,
সামান্য ছোঁয়াতে যার ক্লান্তি নেই, রূঢ় মৃত্যু নেই।

তাকে তুমি কাছে পাবে ! একদিন যাকে
শ্রাবণের ক্লান্ত মেঘ ভেবেছিলে, আর যার সুরে
পূরবীকে শুনেছিলে, সামান্য ছোঁয়াকে
ভয় করেছিলে, বলো, কেন আজ তাকে
তাকেই খুঁজছো ফের ? তার ম্লান মেঘের আড়ালে
সূর্যের অকম্প্র ছায়া দেখে তুমি দুহাত বাড়ালে,
ভৈরবীর দীপ্ত সুর শুনে তুমি একান্ত তাকেই
কাছে পেতে চাও আজ, কিন্তু না, না, তার ভাঙা মন
কুড়িয়ে সে ফিরে গেছে ঃ
কোনদিন আবার নূপুরে
সুর তুলে দেবে না সে তোমাকে সামান্য আলিঙ্গন ॥

মন-রাঙানিয়া

রাঙিয়ে গেলে আমায় তুমি রাঙিয়ে গেলে
আবেগ-ভীরু ভালোবাসার প্রদীপ জ্বেলে !

ভেবেছিলেম অসময়ের বন্ধু আমার,
দিনের খেয়া মিটিয়ে দিয়ে যা-কিছু তার
সবই এবার চুকিয়ে দেবো, এই গোধূলি
স্তব্ধ হাতে হৃদয়ে তাই নিলেম তুলি।
এই যে ব্যথা এই বেদনা এই পূরবী
রাতের শেষে আবার যদি ছড়ায় আলো,
ভেবেছিলেম কখনো আর সে-ভৈরবী
হৃদয়-হ্রদে দেবেনা ঢেউ ; তোমায় ভালো-
বাসার মত আশার রঙে হৃদয় আমার
স্বপ্ন ছুঁয়ে রঙিন হয়ে উঠবে না আর !
ভেবেছিলেম এ-শীত বুঝি কখনো ফের
উদাস মনে দেবে না গান বসন্তের !

অথচ, এ কী ! হঠাৎ আজ কিংশুকের
বহ্নি-জ্বলা দীপ্তি নিয়ে তুমি কখন
দাঁড়ালে এসে ! দুচোখে ছায়া সমুদ্রের,—
পিপাসা-গাঢ় অতল গানে হৃদয়-মন
জ্বালিয়ে দিলে, হারানো মনে স্মৃতি-নূপুর
তুললো ঢেউ, শপথ হলো সূর্য-সুর !

দিনের শেষে শীতের ম্লান এই বিকেলে
রাঙিয়ে গেলে, আমায় তুমি রাঙিয়ে গেলে !!

অন্বিষ্ট

অনেক বৃষ্টির পর থম্‌থমে আকাশের মেঘে
যে-করুণ হাহাকার, ব্যথাম্লান যে-অনুরণন
তা-ই বুঝি খুঁজেছে সে। আকাঙ্ক্ষার আকুল আবেগে
ক্লান্ত মনে এই এক কামনার ব্যর্থ অন্বেষণ
করেছে সে রাত্রিদিন। যে-বেদনা পলাশের বুকে,—
বীতপত্র গুল্মোরের জীর্ণ ডালে হাওয়ার ছোঁয়ায়,
যে-ব্যথা শিশির-স্বপ্নে বৈশাখের নির্মম কৌতুকে—
সে-বেদনা খুঁজেছে সে হৃদয়ের ঘন অভীপ্সায়!

পূরবীর আলাপনে তৃপ্ত তার মন। রিক্ততায়
যে-গান, যে-শান্তি নামে তা-ই তার কাম্য। কুয়াশায়
জড়ানো সূর্যের ডাকে সাড়া দিয়ে রৌদ্রভরা গানে
যে-ব্যথার সুর জাগে শুধু তার, তার-ই আহ্বানে
জীবনের সব শান্তি সব প্রেম সব আকাঙ্ক্ষার
অপূর্ণ আল্‌পনা আহা এঁকেছে সে শুধু বারবার!

অন্বিষ্ট কামনাকণা তবু তার পূর্ণ পরিণতি
পেলো না : হৃদয়ে জ্বলে তাই আজ ব্যথার-ই আরতি !!

অতলান্ত

হারিয়ে যাবার ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরেই থাকি
ভীরু হৃদয়-মন !

অনেকবার ভেবেছি কাছে না হয় যাই, ডাকি
তোমাকে সেই হারানো সুরে, স্মৃতির নির্জন
খাতায় যতো ক্ষতির লেখা দুহাতে মুছে ফেলে
আবার যদি পুরোনো নামে পুরোনো গানে ডাকি
তাহলে তুমি দুচোখে ফের অতল ছায়া ঢেলে
আপন করে নেবে আমায় না কি !

শ্রাবণ যার ব্যথার মেঘ, বেদনা এঁকে-এঁকে
এ-পথ দিয়ে অনেকবার গিয়েছে সে তো ডেকে,
পুরোনো গান পুরোনো সুর নতুন দামে ফের
করেছে ফিরি, হারানো হৃদয়ের
ক্ষতির ঘর ভরাতে, তবু তার
সে-ডাকে বুঝি মেলেনি সাড়া, পথেরই হাহাকার
কুড়িয়ে নিয়ে হৃদয় শুধু বেদনা অতলান্ত
পেয়েছে, তার দুরাশা তাই ক্লান্ত !

ভীরু হৃদয় নিয়ে
হারিয়ে যাবার ভয়ে-ভয়ে দূরে-দূরেই থাকি ।
সে বুঝি আর দেবে না সাড়া যতোই তারে ডাকি !

মৃগতৃষ্ণিকা

কেন যে এই প্রাণে কঠিন জ্বালা হানো
হৃদয় ভরে দাও গহন বেদনায় !
মরুভূ বৈশাখে হৃদয়ে তৃষা আনো
শ্রাবণে মেঘ হয়ে আসো না তবু হায় !

কেন যে এই আলো তোমার কুয়াশায়
আঁধারে লীন করো যদি না সূর্যের
অঝোর স্বর নিয়ে মনের ঝরোকায়
আবার গান হয়ে কখনো আসো ফের !

কখনো যদি না-ই হৃদয়ে ভালোবাসা
ছড়ালে, শপথের দীপ্ত সুরে আশা
যদি না জ্বালে আলো, অবোধ ভীরু প্রাণ-এ
তবুও ভরো কেন মিথ্যে গানে-গানে !!

বৈশাখী

কী দিলে আমাকে তুমি ! ইন্দ্রনীল শ্রাবণী সন্ধ্যায়
বৃষ্টির বলয়ে, কিম্বা শ্বেতপক্ষ আশ্বিনের মেঘে
কী আশ্বাস, হেমন্তের ধানক্ষেতে, রাত্রির আঁকাশে
প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে, ধূসর শীতের যে-ছায়ায়
প্রাণের সমস্ত গান সব কথা ম্লান হয়ে আসে—
কী দিলে, কী আলো তুমি জ্বেলে দিয়ে গেলে
সেই ক্ষীণ অন্ধকারে ! অথবা চৈত্রের যে-বিকেলে
পলাশের সব সাধ ম্লান ঝরাপাতা গুনে-গুনে
ঝরে পড়ে রৌদ্রক্ষীণ বেদনার করুণ আবেগে
কী দিলে, কী গান এনে দিলে সেই স্বপ্নের প্রসূনে !

কিছুই দাওনি তুমি। শুধু যা পেলেম বেদনার
অসহ্য যন্ত্রণা এক। এ-ব্যথাতে তবু করুণার
গান নেই, সুর নেই, অশ্রু-শিশিরের সুরভিও
নেই, শুধু যা পেয়েছি, যে-অর্ঘ্য সাজিয়ে তুমি প্রিয়
আমাকে মহান করো বারবার, ব্যথায় অবাক,—
সে তো শুধু মৃত্যু নয় : কৃষ্ণচূড়া-হৃদয় বৈশাখ !!

আমি তো দুচোখ ভরে শ্রাবণের স্নেহই চেয়েছি।
আমি এই অপরাহ্ণ হলুদ আলোর কানে-কানে
তোমাকেই খুঁজে ফিরি। তোমারই তো সে-গান গেয়েছি।
আমার হৃদয় প্রিয় ভরে দাও স্বপ্ন গানে-গানে।

আমি তো ভীরুতা চেয়ে শীতের শিশিরে ঢাকি মুখ
কতোবার, কুয়াশার কান্না হয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরি
বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, মৃত্যু-তরঙ্গের আবেগে উৎসুক
পাতাঝরা বেদনায় এ-হৃদয়শিখা তুলে ধরি!

আমি তো রাত্রির নদী, ভোরের আলোর সুষমায়
হৃদয়কে মেলে ধরে ঝরে যাই অস্ফুট কান্নায়!
ভাদ্রের উজ্জ্বল দিনে মুক্তমেঘ প্রসন্ন আকাশ,—
অরূপের নৃত্যচ্ছন্দে আশ্বিনের শুভ্রতনু কাশ!

সব শোক ভুলে যাই। অমর্ত্য-রঙিন গোধূলির
লাল মেঘে যার নাম লিখে যাই মায়াবী অক্ষরে,
নিবিড় গভীর ম্লান সন্ধ্যা এসে জানি পূরবীর
শোনাবে করুণ তান; সে-নাম হারাবে এ-প্রহরে!

তবুও অদম্য তৃষ্ণা। তুমি যতো বৈশাখের গান
শোনাও, যতোই জ্বালো কৃষ্ণচূড়ার সুরে মন,
উদ্ধত শপথে হও মরুদগ্ধ মেঘ, হানো প্রাণ,
আমি তো হৃদয় ভরে শুধু স্নেহ চেয়েছি শ্রাবণ!

আমি যে দুচোখ ভরে বৃষ্টিস্নিগ্ধ ছায়া খুঁজে মরি :
হৃদয়ে একান্ত হও তুমি সখি, শ্রাবণ-শর্বরী॥

ঘুম

তাহলে ক্লান্তির-ই দ্বীপে হৃদয়ের সফেণ ঢেউয়েরা
হারাক হাওয়ার মতো নম্রনীল গানের অক্ষরে,
তাহলে আকাশে যতো মেঘের বর্ণালী আঁকা এরা,
এরাও হারাক কোনো সায়ন্তন রৌদ্রম্লান স্বরে !

তাহলে শ্রাবণ এসে মুছে নিক বোশেখী আকাশ,
রৌদ্র-ঝড়ে-হাহাকারে সমুদ্রের তৃষ্ণা গাঢ় হোক।
বৃষ্টিক্ষীণ শুভ্র মেঘে হিমভেজা নিবিড় আশ্বাস,
তাহলে শীতের গানে স্নিগ্ধতার ঝরুক পালক !

তাহলে বালির ব্যথা সাগরের অনেক নিবিড়ে
আলিঙ্গনে ঘন হোক, তাহলে রাতের কুমকুম
ফাল্গুনের স্বপ্ন দিক ; দেহে, মনে, প্রাণের গভীরে
মহুয়া নেশার মতো নামুক মায়াবী ছায়া ঃ ঘুম !!

সন্ধক

হৃদয়ে যখন বৈশাখ, মরুদগ্ধ দিন
শীতের ধূসর আশ্লেষে তুমি ছুঁয়ো না মন !
এনো না হৃদয়ে উতরোল গান আশ্বিনের—
শিশিরের মতো মুছে যাবে, আহা, হারাবে সব !

হৃদয়ে যখন বৈশাখ, তুমি হয়ো না মেঘ !

রুক্ষ হৃদয়ে আশ্বাস আনো বসন্তের
বৈশাখী এই মনে তুমি হও কৃষ্ণচূড়া !!

দূরযান

ভালোবাসার দূর যমুনা পার হবো পার হবো
সুদূরলীনা তোমার দেশে যাবো।
অন্ধকারকে ছিন্ন করেই আলোর চিহ্ন পাবো—
পার হবো পার হবো।

রাত কেটেছে এলোমেলো, কিশোর হাওয়ায় দিন—
উদাস মনে আঁকলো ছায়া সতেরো আশ্বিন।
রাত কেটেছে, দিন কেটেছে, আকাশে রামধনু
রাঙালো সাত রঙের ঢেউয়ে ভালোবাসার তনু।
রঙ-রাঙানো হৃদয়ে আজ পার হবো পার হবো—
তোমার দেশে যাবো।

সুদূরলীনা তোমার আশায় কোন দুরাশার গাঙে
ভাসাই আমার দুঃখ-সুখের খেয়া,
স্বপ্নে আমার হৃদয় ভরো, হৃদয় ভরো গানে—
শেষ করো না সকল দেয়া-নেয়া।

ভালোবাসার দূর যমুনা পার হবো পার হবো
সুদূরলীনা তোমার দেশে যাবো।
অনুরাগের সোনার তরী পার হবো পার হবো
সুদূরলীনা তোমার দেশে যাবো॥

মুক্তিমূল্য

এ-গভীর যন্ত্রণায় আমাকে কী মুক্তি তুমি দিলে !
দেখো এই সূর্যমুখী স্বপ্নলীন কামনা-কোরক
কতোবার অন্ধকার তিমির রাত্রির বৃন্তে ফুল
ফোটালো শিশির-স্নাত ভোরের, এ-আলোর মিছিলে
তুমি পথ হেঁটে এসো ধীরপায়ে, কুয়াশা-বকুল
ঝরে যাক ঝরে যাক ! এ-বেদনা আলো-গান হোক !

বৃষ্টিশেষ আশ্বিনের মেঘে তবে যে-গান তোমার
কাঁশের আল্‌পনা হয়ে ঝরে-ঝরে প্রতিশ্রুতি হলো,
অথবা হেমন্ত তার আকাশপ্রদীপে যে-আশার
স্বপ্নশিখা জ্বেলে গেলো, সে-সবই কি এই ছলোছলো
পৌষের শিশির হয়ে, শীতের কুয়াশা হয়ে সুর
হারাবে ! তাহলে মনে কান্না হবে হিমেল নূপুর !

এ-গভীর যন্ত্রণায় আমাকে কী মুক্তি তবে দিলে !
দেখো এই কুয়াশার হিমেনীল বেদনা-কোরক
কতোবার বসন্তের টিয়াপাখি পাতার মিছিলে
নিজেকে হারালো, কতো দগ্ধমেঘ শ্রাবণের নীলে
হৃদয়কে খুঁজে পেলো, তুমি এই স্বপ্নের নিখিলে
আমাকেও মুক্তি দাও ! এ-বেদনা আলো-গান হোক !!

ছায়ামুখ

হে আমার রাত্রি, তুমি ঘনঘোর মেঘ-এলোচুলে
কী নেশা ছড়ালে, প্রিয়, কী উতল স্বপ্নের আঙুলে
আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেলে। ম্লান সলজ্জ আলোর
গোধূলির বুকে তুমি একবার লজ্জাবতী মুখ
তুলে ধরো, তারপর হঠাৎ হারাও, ভাঙো সুখ।
আর প্রিয়, আমি সেই নির্জন ধূসর স্বপ্নঘোর
অন্ধকারে, জোনাকির মোম জ্বেলে-জ্বেলে, নক্ষত্রের
জ্যোৎস্নার ধারায় খুঁজি কেবল তোমাকে শুধু ফের!

হে প্রিয়, সে-মুখ আমি তারপর কতো শ্রাবণের
বর্ষণমন্দ্রিতছন্দে, শরতের উজ্জ্বল বিকেলে,
বসন্ত-সকালে, শীতে কুয়াশার আকাশে, মনের
গহনে খুঁজেছি, কই, তুমি তো স্বপ্নের গান ঢেলে
এলে না কখনো আর!
তবে কেন গোধূলির আলো
সে-মুখের স্বপ্ন এনে এ-হৃদয়ে বেদনা জ্বালালো!!

হেমন্তের একটি বিকেল

হেমন্তের একটি বিকেল।

মনে পড়ে :
মেঠোপথ, আলপথ, ধানক্ষেত,
কচি ঘাস, ঘাসফুল, ধূসর প্রহরে
সমস্ত প্রান্তর জুড়ে হাওয়ার সরোদ,—
বকুল-শালের বনে সোনাঝরা রোদ।

হেমন্তের ধূসর বিকেল।

মনে পড়ে :
নারিকেল-বনঝাউ পাতায়-পাতায়
কুয়াশার ঘ্রাণ,—
একটানা দীর্ঘ সুরে ঝিঁঝিদের গান।
ক্ষীণ-হয়ে-আসা আলো, দূরে নদী, কিংশুক মেঘের মিছিল,
ঘাসফড়িংয়ের ভিড়, ঘরে-ফেরা ক্লান্ত শঙ্খচিল
আর ঘুঘু, ডানায়-ডানায়
সন্ধ্যার উতল সুর, আকাশের গায়
দু-একটি অস্পষ্ট তারা
ম্লান ছায়া : হিমেল হিমেল।

হেমন্তের একটি বিকেল—

ঝরে-পড়া পাতাদের মৃদু মর্মর ;
টুপটাপ শিশিরের স্বর,
জোনাকির আলো,
ছায়া—নীল,কালো।

মনে পড়ে, আজ মনে পড়ে :
তুমি
আমি
হাস্নুহেনার ঘ্রাণ : উতরোল সুরেলা প্রহর,

আর সব হিমেল হিমেল।

হেমন্তের একটি বিকেল ॥

শিল্পী

মৃত্যুকে করেছে জয় সে-প্রেমিক। দুই চোখে তার
অন্য এক শ্রাবণের স্বপ্ন জ্বলে। দুরন্ত আষাঢ়
এঁকেছে সমুদ্র-তৃষ্ণা মনে তার। হৃদয়ের গানে
সে জেনেছে এ-জীবন, জীবনের অন্য এক মানে।

রাত্রিকে হেনেছে সূর্য শান্তি চেয়ে প্রাণের রক্তিমে
সে এক অনন্ত শিল্পী প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে তার।
তার কোনো মৃত্যু নেই রৌদ্র-মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ে-হিমে
সে এক অমর্ত্য গান আনন্দের, দুঃখ-বেদনার॥

স্বপ্নকল্প

এ এক আশ্চর্য মৃত্যু ! যে-আশ্বাসে হেমন্তের দিন
সকালে শিশিরে-ঘাসে, দুপুরের ধানের সোনায়,
আকাশপ্রদীপ-জ্বলা সন্ধ্যার আকাশে, সুকঠিন
তিমির রাত্রির বৃন্তে নক্ষত্রের ফুলশয্যা ফেলে
শীতের আশ্লেষ খোঁজে ! যে-ভীরু মায়াবী কামনায়
বৃষ্টির বিষণ্ণ ধারা শ্বেতপক্ষ শারদ বিকেলে
হৃদয়ে ছড়ায় কান্না, হাহাকার বীতশ্রাবণের,
এ এক আশ্চর্য মৃত্যু : তুমি গান গেয়ে গেলে এর !

এ এক আশ্চর্য মৃত্যু। অথচ, এ-মৃত্যুরই আলোকে
আমিও খুঁজেছি সুখ, আমিও খুঁজেছি শান্তি, আর
তোমাকে একান্ত করে কামনা করেছি বারবার
নির্জনগহনে। তাই যতোবার স্বপ্নলীন চোখে
নেমেছে মৃত্যুর ছায়া, এ-আশ্বাসে বেঁধেছি হৃদয় :
এ-মৃত্যু অমৃত হবে, তুমি গান : স্বপ্নের প্রত্যয়।

পাতাবাহার

অঙ্গীকারের প্রত্যাশা নয় নাই বা দিলে !
এই যে বেদনা হাহাকার, মরুরিক্ত মনের
বৈশাখী আশা বারবার জ্বলে, এ কোন্ সুদূর
অতল মেঘের স্বপ্ন আঁকলো তোমার নীলে !

এই যে কামনা গহন আগুনে আমার এ-রাত
পুড়ে যায়, এর ধূপের গন্ধ হৃদয়ে তোমার
কোন্ বসন্তসুরভি জাগালো, আকাঙ্ক্ষাঘন
হয়ে এনে দিলো মায়াবী বাসনা কৃষ্ণচূড়ার !

আনবে না। জানি, কোনোদিন এই সেতারের তারে
জাগবে না সুর দীপকের, বৃথা পূরবীরই তানে
আমাকে যা তুমি ব্যথা দাও ! আর বৈশাখী মন
ভরে দাও শুধু বারবার ধু-ধু শ্রাবণের গানে !

প্রথম শীত

হাওয়ায় হাওয়ায় বেদনার সুর : প্রতীক্ষা-উদ্বেল
দুচোখে ঘনালো হিমেল স্বপ্ন। ছায়ানীল কান্নায়
সজল করুণ ভিজে হৃদয়কে নিয়ে কতো দিন-রাত
কেটে গেলো তাকে নিবিড়ে পাবার ব্যাকুল অভীপ্সায়!

ধানের গানের স্বপ্নের সুরে খুঁজে তাকে এই মন
পায়নি, শিশির-ভেজা ঘাসে তার ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
সময়-ই কেটেছে, তবু আসেনি সে, ধু-ধু সুর বুকে নিয়ে
ফের সেতারের তারে-তারে শুরু আশাবরী আলাপন!

আহত এষণা হৃদয়ে জড়িয়ে হলুদ যন্ত্রণায়
কুয়াশার মতো কান্না সবুজ পান্না ছড়িয়ে দিয়ে
তৃণ-বুকে যতো শিশিরের প্রেম স্তব্ধ : এখানে কেউ
আসেনি, এসেও ছড়ায়নি স্নেহ মদির কামনা নিয়ে!

রিক্ত এ-সুর তবুও শোনায় কার স্বপ্নের ধ্বনি :
পাতাঝরা এই মৃত্যুর-ই গানে বুঝি তার আগমনী!

আকাশ-হৃদয়

সতেরো ফাল্গুন এসে যে-সত্তার নির্জন কোরকে
এঁকে দিলো স্বপ্নসাধ, যদি তার পাপড়ি-মেলা চোখে
তোমাকেই, হে আকাশ, তোমাকেই অনেক নিবিড়ে
ঘনিষ্ঠহৃদয় হয়ে পেতে চাই, তোমাকেই ঘিরে
অনেক হারানো সুর যদি মনে গান হয়, আর
হৃদয়ে সমুদ্র-তৃষ্ণা জাগে, তবে কেন বারবার
নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে তুমি তার সব আকাঙ্ক্ষাকে
চূর্ণ করো! বলো কেন নিরুত্তর থাকো তার ডাকে!

বোশেখে তোমার রুদ্র ধনুর টঙ্কারে
আমাকে জ্বেলেছো! শ্রাবণের নীল ঝঙ্কারে
হৃদয়ে দিয়েছো যে-আশা তোমার, আশ্বিনের
শুভ্র মেঘের ছায়ায় কেড়েছো সে-সুখ! ফের
হিমেল স্বপ্নে পাতাঝরা গানে রিক্ততার
সুরে-সুরে তুমি চৈত্র-শপথে কিংশুকের
জ্বেলেছো যে-দীপ, তা-ই যদি খুঁজি, আজকে তার
মায়াবী আঙুলে সে-গানও ভোলাও কেন আবার!

আমি তো তোমারি সত্তা। বৈশাখের রৌদ্র-আলো-ঝড়ে,
শ্রাবণী মল্লারে, মেঘে, হিমছায়া শিশির-প্রহরে,
পাতাঝরা যন্ত্রণায় পলাশের উতল হৃদয়,—
উদ্ধত বসন্ত আহা! বারবার সব অবক্ষয়
জয় করে বেঁচে আছি: রাত্রিশেষ ছায়া-ভেজা ভোরে
যেমন সূর্যের গান জাগে ফের প্রাণের অক্ষরে
মুছে নিয়ে সব মৃত্যু।

তাই এই প্রাণের গভীরে
তুমিই একান্ত হও! স্বপ্ন আনো এ-হৃদয় ঘিরে॥

সে

আর কোনো হেমন্তের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ছায়া ফেলে
সে এসে দাঁড়ালো। চোখে তার
স্বপ্নের কুয়াশা, হাতে মঙ্গলপ্রদীপ : দীপ জ্বেলে
দেবে প্রতি ঘরে-ঘরে! কৃষাণী বধূর প্রণামের
সুরে যে শিশির-স্নাত নরম গানের স্বপ্ন, আর
যে-প্রত্যাশা এতদিন প্রেমিক সে কৃষাণ-মনের
গোপনে ঢেলেছে শান্তি, ঘরে-ঘরে উৎসবের আলো
জ্বেলে দিতে সে-শিখার স্বপ্নদীপ হাতে সে দাঁড়ালো!

সে এসে দাঁড়ালো। আষাঢ়ের
প্রথম বৃষ্টির নেশা চুলে তার, শ্রাবণের জল
হৃদয়ে, আশ্বিন শুভ্র স্বচ্ছ মেঘে ঢেকেছে আঁচল ;—
কাশের সৌরভ বুকে জড়িয়ে সে এই হেমন্তের
মাঠে-মাঠে নিয়ে এলো নবান্নের হাসি আর গান ;
সোনালি অঘ্রাণে এলো সে স্বপ্নের ছবি নিয়ে, তাকে
ঘরে তোলো তুমি, হে কৃষাণ
সাজাও বরণ-ডালা, ঘরে তোলো প্রাণের মিতাকে॥

একটি শীতের রাত্রি

তুহিন কালো শীতের রাত। নরম পাখ্‌নায়
কুয়াশা মেখে নিঝুম-ঘুম অশথের ডালে
আলতা পায়ে বসলো এসে। ডানার ছড়ানিতে
ছড়িয়ে গেলো অন্ধকার স্তিমিত সন্ধ্যায়।

জোনাক-জ্বলা অলস রাত। ঝিঁঝির কান্নায়
কী-যেন এক করুণ সুর,—ব্যথার আলাপন।
অতল রাত নামলো, আহা, সজল আকাশের
কাজল মেঘ উতল করে হৃদয়, প্রাণ, মন।

ঝরাপাতাদের মর্মর দিয়ে তবুও বাতাস
পূরবীর রাগে নিথর শীতের এই রাত্রির
আরাধনা করে! নক্ষত্রের উতল আকাশ
স্নিগ্ধ আলোর উষ্ণতা দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।
শুকনো ডালের দেবদারু গাছে মধুর-মদির
শীতের এ-রাত শ্রাবণ-মনের আকাশ ভরায়!

একমুঠো রোদ

একমুঠো রোদ এলো একঝাঁক পাখির মতোন
ড়ে-উড়ে, ডানা নেড়ে, ঠোকরে-ঠোকরে কুয়াশার
য়া-ছোঁয়া জাল ছিঁড়ে, ঘাসের সবুজে রেখে তার
নার নরম ছোঁয়া, আলোর পালক একঝাড়
রালো হলুদ রোদ—একঝাঁক পাখির মতোন!

পাখির-ই মতোন আহা, সেই রোদ গেলো উড়ে-উড়ে
এখানে-ওখানে, আর ধানক্ষেত মাঠঘাট জুড়ে
ছড়ালো আলোর ঢেউ। বাবলার ডালে, শিরীষের
পাতায়-পাতায় ঠোঁট রেখে, চুমু এঁকে-এঁকে, ফের
মেঘের মিনার ছুঁয়ে সেই রোদ ফিরে-ফিরে আসে
বাতাবী ফুলের দেহে, একরাশ বকুলের পাশে।
আলপথ ধরে-ধরে আম-জাম-ঝাউ-পিপুলের
ভিড় ঠেলে-ঠেলে সেই ঝিল্‌মিল সোনালি রোদের
ছায়ারা ছড়ালো বুঝি আরো দূরে…আরো বহু দূরে।

একমুঠো রোদ এলো ঢেউ-নীল সমুদ্র-আকাশে
ছড়িয়ে আলোর স্বপ্ন মাঠে-মেঘে আর ফুলে-ঘাসে!

সমুদ্রে সন্ধ্যা

বালিতট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের শিশুরা
হলুদ রোদের দ্বীপে খেলা করে অতসী-মেদুর
ফেণার নীলাভ হাসি মুখে নিয়ে। লাল-কৃষ্ণচূড়া
মেঘের নরম দেহ বিষণ্ণ জলের আয়নায়
ছায়া ফেলে। নারিকেল-শাল তাল-তমালের বনে
একটি করুণ কলি উদাসীন সুর তুলে যায় ;—
বিকেলের ক্লান্ত দেহে তারই ঢেউ বিষণ্ণ-বিধুর
কী অনুরণন তোলে ! শ্রান্তি নামে সমুদ্রের মনে !

তারপর হাসিখুশি ঢেউশিশু কখন সন্ধ্যার
ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে ! দূরাকাশে অনেক তারার
উজ্জ্বল আল্পনা এঁকে, সৌম্য-শান্ত সমুদ্রের জলে
মৃদু-নীল ছায়া ফেলে, হিম-ভিজে রাত্রির আঁচলে
মাথা ঢেকে, পায়ে-পায়ে বাতাসের গম্ভীর শরীরে
সুরের মূর্ছনা তুলে সন্ধ্যা নামে সমুদ্রের তীরে।

একটি দুঃখের দুপুর

সমস্ত দুপুর ধরে ক্লান্ত মনে করেছি প্রার্থনা
কখন বিকেল হবে, কখন এ-রোদ্দুরের সোনা
গলে-গলে ঝরে যাবে, এই আলো অশ্বত্থের ডালে
শালিকের ছোট ঠোঁটে হলুদ-হলুদ ছায়া ঢালে,
কখন এ ঘাসে-ঘাসে উতরোল সূর্যের চুম্বন
শিথিল করুণ হবে, সেই আধো নিরালা নির্জন
রহস্যের পাথ্‌নায় ছায়া হয়ে তোমার হৃদয়
আমার পৃথিবী জুড়ে শপথের ছড়াবে প্রত্যয়!

সমস্ত দুপুর ধরে ক্লান্ত মনে করেছি প্রার্থনা:
তুমি এসো, তুমি এসো, আমার এ সমস্ত যন্ত্রণা
তোমার মায়াবী হাতে দূর করো, কথা-গান-সুরে
ছড়াও স্বপ্নের সাধ, সুর-তোলা প্রাণের নূপুরে
তুমি এসে দূর করো আমার রাত্রির এ-তিমির!

দুপুর বিকেল হলো। রৌদ্র-আলো-ছায়ার শরীর
তারপর ঝরে গেলো। হায়, তবু প্রত্যাশার হেনা
স্বপ্ন হয়ে ফুটলো না! বৃথা, তুমি এলে না। এলে না॥

তারারা

তারারা আকাশে সারারাত জলে—
দুষ্টু তারারা !
ঘুম নেই, চোখে ঘুম নেই, আর পড়াশুনা বলে
কিছু নেই, তারা
সারারাত আর সারাটা সন্ধে দুষ্টুমি-ভরা
জাগা-চোখ নিয়ে
জেগে থাকে, নেই ইস্কুল করা !
কিছু নেই, শুধু ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে
দিন কাটে, আর রোজ-রোজ ঠিক সন্ধে হলেই
জেগে ওঠে, নেই
পড়াশুনা, নেই, কিছু নেই ! আর চাঁদমামাটাও
কিচ্ছু বলে না, বকে না ওদের, বলে না কখনো :
সন্ধে হয়েছে, এবার তোমরা চুপ করে শোনো,
পড়াশুনা করো, পড়ো, পড়া দাও—
বলে না, কখনো বলে না ! ওরা যে
কী মজায় আছে, কেউ কোনো কাজে
ডাকে না ওদের, বকেনা-ঝকেনা ! ইস্কুল নেই,
পড়াশুনা নেই, কানমলা-বেত পড়া না পেরেই
নেই, কিছু নেই ! শুধু সারাদিন ঘুমনো, আবার
ছায়া-কালো-কালো সন্ধে হলেই জেগে থাকবার
পালা শুরু হয় ! সারাটা সন্ধে সারারাত তারা
দুষ্টুমি করে জেগে থাকে, জ্বলে, দুষ্টু তারারা !!